লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৭ অক্টোবর ২০১৭, মোতাবেক ২৭ ইখা, ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মু'মিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সব সময় পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা। অর্থাৎ, পুণ্যে বা নেককর্মে সব সময় একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী থাকার চেষ্টা কর আর পুণ্যবান ও সৎকর্ম পরায়ন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি নিজেই বলছেন, **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (সূরা আল বাইয়্যেনা : ৮)** অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে করে তারাই সর্বোত্তম সৃষ্টি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংক্ষেপে এক জায়গায় বলেন, মানুষের উচিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা আর সৎকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করা।। অতএব, সৎকর্ম এগিয়ে যাওয়া, পুণ্যকর্ম করা, নেকী করাই একজন মুসলমান বা মু'মিনকে প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদায় উপনীত করে আর এজন্য সব সময় আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত।

এখন আমি এই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।প্রকৃত নেকী বা পুণ্য কী এবং বাহ্যত একটি নগন্য পুণ্যকর্মও খোদার সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, নেকী হল ইসলাম এবং খোদার দিকে আরোহনের একটি সিড়ি।। কিন্তু স্মরণ রেখো! নেকী কাকে বলে? শয়তান মানুষকে সকল দিক থেকে লুটেপুটে খায় আর তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা নূহ : ৯)** এটিও জানা থাকা উচিত, পছন্দনীয় খাবারকেই 'তায়াম' বলা হয়। পচা ও বাসি খাবারের জন্য 'তায়াম' শব্দ ব্যবহার হয় না।। বস্তুত সেই থালা যাতে এখনই তাজা, সুস্বাদু ও পছন্দনীয় খাবার রাখা হয়েছে, (তোমাদের সামনে প্লেটে রাখা খাবার যা তোমরা খাচ্ছ) খাওয়া তখনো আরম্ভ করে নি, ফকিরের আওয়াজ শুনে তাকে যদি তা দিয়ে দেয় তাহলে এটি নেকী বা পুণ্য। সামনে তাজা খাবার থাকা অবস্থায় কোন যাচক বা দরিদ্র মানুষ এলে তাকে যদি তা দিয়ে দাও তাহলে এটিই নেকী বা পুণ্য। আর এটি নেকী নয় যে, আমি তো তাজা খাবার খাব আর তোমরা ঘরের লোকদের বলে দিবে যে, গতকালের বেচে যাওয়া খাবার তাকে দিয়ে দাও। এতটা গভীরে গিয়ে চিন্তা করে যদি মানুষ কাজ করে তবেই প্রকৃত নেকী সাধিত হয়। তাই সত্যিকার নেকী করার চেষ্টা থাকা উচিত। আর নেকী বা পুণ্য কীভাবে করা সম্ভব হতে পারে, খোদার সত্তায় পূর্ণ ঈমান ছাড়া এই নেকী বা পুণ্যকর্ম করা সম্ভব নয়।অতএব, এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, সত্যিকার নেকী বা সৎকর্ম করার জন্য আল্লাহ্র পবিত্র সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক। কেননা, রূপক অর্থে যারা শাসক তারা জানে না, কেউ ঘরে কী করে আর পর্দার অন্তরালে কার কর্ম কেমন! খোদার সত্তায় যদি ঈমান থাকে আর যদি এমন ঈমান থাকে যে, প্রতিটি জিনিসের ওপর খোদার দৃষ্টি রয়েছে। আর এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সম্যক অবিহিত, অনেক সময় মানুষ গোপনে কোন কাজ করে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় বসে থাকে, সে জানে বাহ্যত কেউ তাকে দেখছে না, শুধু আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত যিনি সব কিছু জানেন তাই ভয়ও থাকে না আর ভয় না থাকার কারণে সে অন্যায় কাজও করে বসে। তাই যদি সত্যিকার নেক কাজ করতে হয় তাহলে খোদার সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক।

এরপর সত্যিকার নেকী বা পুণ্যকর্মের সমধিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়ার অর্থ হল পাপের সূক্ষ্ম পথগুলো এড়িয়ে চলা। কিন্তু স্মরণ রেখো! পুণ্য কেবল এতটুকুই নয় যে, এক ব্যক্তি বলবে আমি নেক বা পুণ্যবান, এর কারণ আমি কারো সম্পদ হরণ করি নি, চুরি করি নি, আত্মসাৎ করি নি, অন্যায় উপার্জন করি নি, এগুলো কোন নেকী নয়। এমন নেকী বা পুণ্য তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে হাস্যস্কর বিষয়। কেননা, এমন পাপে যদি সে লিপ্ত হয় এবং চুরি বা ডাকাতি করে তাহলে সে শাস্তি পাবে। বরং সত্যিকার নেকী হল মানব জাতির সেবা করা এবং খোদার পথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা আর তাঁর পথে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দিধা না করা। এজন্যই এখানে তিনি বলেছেন, **إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُوۡنَ (সূরা আন নাহাল : ১২৯)** অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা পাপ এড়িয়ে চলে আর একই সাথে নেকী বা পুণ্যকর্মও সম্পাদন করে। এ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলছেন, ইসলাম এমন কোন জিনিসের নাম নয় যে, কেবল মন্দ কাজই এড়িয়ে চলবে বরং পাপ পরিহার করে নেককর্ম বা পুণ্য না করা পর্যন্ত সে এই আধ্যাত্মিক জীবনে জীবনধারণ করতে পারে না। ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, নিজের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি কর এবং নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের মান উন্নত কর। শুধু পাপ বর্জন করলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে না। পাপ পরিহার করে পুণ্য ও নেককর্ম করা আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য আবশ্যক অন্যথায় আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হবে না, এমন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। নেকী খাদ্য স্বরূপ, যেভাবে কোন ব্যক্তি খাদ্য ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না, অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত নেককর্ম না করবে সব কিছু অর্থহীন আর ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করলেই মানুষের মাঝে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমানের মান কেমন হওয়া উচিত? এই মান তখনই অর্জন হবে যখন মানুষের ভিতর বাহির সদৃশ হয়, কেবল বাহ্যিক ঈমান যেন না হয়। বরং মানুষ যেভাবে বিশ্বাস করে, বিষ মানুষের ক্ষতি করে (মানুষ যদি খায় সে মারা যেতে পারে।) যেভাবে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মানুষ যদি সাপের গর্তে হাত দেয় তবে গর্তে সাপ থাকলে দংশন করতে পারে। একইভাবে খোদার সত্তায় এ বিশ্বাস থাকা চাই, আমি যদি পাপ করি তাহলে শাস্তি পাব, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সব সময় দেখছেন।

ঈমানের দৃঢ়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, নিশ্চিত জেনে রেখো! প্রত্যেক পবিত্রতা ও পুণ্যের প্রকৃত মূল হল আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান আনা। আল্লাহ্‌র সত্তায় মানুষের ঈমান যতটা দূর্বল হয় সেই অনুপাতেই সৎকর্মের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা ও উদাসীনতা পাওয়া যায়। অথচ ঈমান যদি দৃঢ় হয় আর তাঁর পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীসহ খোদার সত্তায় যদি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তবে সে অনুপাতেই বিস্ময়কর পরিবর্তন মানুষের কর্মে সাধিত হয়। মানুষ যদি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তির আধার, তিনি অদৃশ্যে পরিজ্ঞাত সত্তা এবং সর্বত্র আমাকে দেখছেন তাহলে এর ফলে মানুষের কর্মে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়। কর্মের মান নিজে থেকেই উন্নত হতে থাকে এবং পাপের পরিবর্তে পুণ্যের প্রতি মনোযোগ বেশি নিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌র সত্তায় যে ঈমান রাখে সে পাপের ক্ষেত্রে ধৃষ্ট হতে পারে না। এক দিকে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান থাকবে অপর দিকে পাপ করবে, এটি হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এই ঈমান তার রিপুর তারনা ও পাপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে। দেখ! কারো চোখ যদি উপড়ে ফেলা হয় তাহলে সে কীভাবে কুদৃষ্টি দিতে পারে আর চোখ দিয়ে সে কীভাবে পাপ করবে কীভাবে করবে? একইভাবে যদি তার হাত কেটে দেয়া হয় তাহলে এসব অঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত পাপ সে কীভাবে করতে পারে? ঠিক এভাবেই যখন এক মানুষ 'নাফসে মুতমাইন্না' বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার পর্যায় পৌঁছে যায় তখন সেই শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা তাকে অন্ধ করে দেয় আর তার চোখের পাপ করার শক্তি থাকে না, সে দেখেও দেখে না।

। অনুরূপভাবে তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনা, কামভাব এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ কেটে ফেলা হয়। তার এমন সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের মৃত্যু ঘটে, যার দ্বারা পাপ হওয়া সম্ভব ছিল এবং সে এক লাশ সদৃশ হয়ে থাকে। আর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন হয়ে যায় এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে সে একটি কদমও ফেলতে পারে না।

তিনি (আ.) বলেন, ছ আমাদের টার্গেট বা লক্ষ্য। একে আমাদের দৃষ্টিতে রাখা উচিত, সকল প্রকার নোংরামিকে আমাদের মন থেকে, মাথা থেকে, চোখ থেকে এবং কান থেকে ছুড়ে ফেলতে হবে আর তা শোনা থেকে দূরেও থাকতে হবে। আমাদের জামা'তের জন্য এটি আবশ্যক এবং পূর্ণ প্রশান্তি লাভের জন্য পূর্ণ ঈমান থাকা প্রয়োজন। পুণ্যের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মানুষের জন্য দু'টি কথা আবশ্যক। একটি হল পাপ বর্জন করা আর অন্যটি হল নেকী বা পুণ্যের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়া আর নেকী বা পুণ্যেরও দু'টো দিক আছে। একটি হল পাপ পরিহার করা এবং দ্বিতীয়টি হল অন্যের কল্যাণ সাধন করা। পাপ বর্জন করা এটি একটি নেকী এবং একটি দিক। দ্বিতীয় দিকটি হল নেক কাজ বা পুণ্য করা। পাপ বর্জন করে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। শুধু পাপ পরিহার এটি পূর্ণতা নয়, ঈমানের ক্ষেত্রে এতে দুর্বলতা থেকে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে অপরের কল্যাণ সাধনের বিষয়টি না থাকবে অর্থাৎ, অন্যের কল্যাণও যেন সাধন করে, (যখন পরোপকার করে ও নেকী করে) ঈমান তখন পূর্ণতা লাভ করে। এটি থেকে বুঝা যায় যে, সে নিজের মাঝে কতটা পরিবর্তন সাধন করেছে আর এসকল আধ্যাত্মিক মর্যাদা তখন লাভ হয়, যখন খোদার গুণাবলীর প্রতি ঈমান থাকে এবং তার জ্ঞান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি না হবে মানুষ পাপ মুক্ত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে জানার জন্য মানুষকে সব সময় কুরআন পাঠ করা উচিত। কুরআনী শিক্ষাসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকা উচিত।

আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান স্থাপনের পর পাপ থেকে বাঁচার যে মাধ্যমগুলো আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পাপ মুক্ত থাকার ক্ষেত্রে মানুষ তখন উন্নতি করে যখন আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান থাকে। এরপর দ্বিতীয় ধাপ এটি হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্‌র পুণ্যবান ও মনোনীত বান্দারা যেসব পথ অবলম্বন করেছে সেগুলোর সন্ধান করা উচিত।খোদা তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন। পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রথম সোপান হল খোদার জালালী (প্রতাপান্বিত ও তেজস্বী) গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত হয় অর্থাৎ তিনি পাপাচারীদের শত্রু হয়ে থাকেন। তিনি তার পুণ্যবান বান্দাদের শত্রুদের ধ্বংস করেন। আর দ্বিতীয় সোপান খোদা তা'লার জামালী (কোমল ও দয়াদ্র) বিকাশের মাধ্যমে লাভ হয়। চূড়ান্ত কথা হল, যতক্ষণ খোদার পক্ষ থেকে শক্তি ও সামর্থ্য লাভ না হয়, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'রুহুল কুদুস' বলা হয় ততক্ষণ কিছুই সাধিত হয় না। এটি এক প্রকার শক্তি যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হয়। এটি নাযিল হতেই হৃদয়ে এক প্রশান্তি লাভ হয় এবং প্রকৃতিগতভাবে পুণ্যের সাথে এক ভালোবাসা ও প্রেমবন্ধন সৃষ্টি হয়। আর যে সৌন্দর্য পুণ্যের মাঝে থাকে তা দৃষ্টিগোচর হওয়া শুরু হয়। স্বতস্ফূর্তভাবে সেই পুণ্যের দিকে ছুটে চলে এবং পাপের চিন্তা হলেই তার হৃদয় কেপে উঠে। তখন নিত্য নতুন জ্যোতি সে লাভ হয়। মানুষের কেবল এটি নিয়ে গর্ব করলে চলবে না আর একেই নিজের উন্নতির পরম মার্গ মনে করা উচিত নয় যে, কোন কোন সময় তার মন গলে যায়, কান্না পায়। এটি কোন বিষয় নয় যে, নামাযে কখনো কখনো কান্নাকাটি করেছ, নম্রতা সৃষ্টি হয়েছে বা মন গলে গেছে, এটিকেই স্বীয় উন্নতির পরম মার্গ মনে করো না। এই নম্রতা বা মনের বিগলন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। মানুষ যদি পাপকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে যদি পুণ্য করে তবে তা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।এরপর তিনি (আ.) নেকী বা পুণ্যের অংশসমূহের বিশদ বর্ণনা করেছেন। প্রথমে ছিল দুটি দিক, একটি হল শিরক বা অংশীবাদিতা পরিহার করা এবং নেকী বা পুণ্য করা। এখন এর আরো দুটি অংশ তিনি বর্ণনা করছেন। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যত নেককর্ম করে সেগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হল ফরয বা আবশ্যিক দায়িত্ব অপরটি হল নফল বা অতিরিক্ত দায়িত্ব।

নেকীর দুটি অংশ, একটি ফরয বা আবশ্যিক নেকী আর অন্যটি নফল নেকী। ফারায়েয অর্থাৎ, যা মানুষের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে। যেমন ঋণ পরিশোধ করা মানুষের জন্য আবশ্যক। এই সকল আবশ্যিক দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক পুণ্যের সাথে কিছু নফলও থাকে। যা অতিরিক্ত তা হল নেকী অর্থাৎ এমন নেকী যা তার দায়িত্বের উর্ধ্বে, যেমন কেউ যদি অনুগ্রহ করে প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহের পাশাপাশি অতিরিক্ত অনুগ্রহ করা এটি নফল, কেউ অনুগ্রহ করেছে প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করে আবার বেশি দেয়, এটি হল নফল, এগুলো আবশ্যকীয় দায়িত্বের পরিশিষ্ট স্বরূপ, এরফলে ফরয পূর্ণতা লাভ করে, আবশ্যকীয় দায়িত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে। হাদীস বর্ণনা করছিলেন এর ব্যাখ্যা করছেন যে, আল্লাহ্‌র যারা ওলী বা বন্ধু তাদের ধর্মীয় দায়িত্বের পূর্ণতা আসে নফলের মাধ্যমে। যেমন যাকাতের অতিরিক্ত তারা সদকা করে তখন আল্লাহ এমন লোকদের বন্ধু হয়ে যান।

এক সাহাবীর কথা মনে পড়ে তিনি বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার কুফরি বা অবিশ্বাসের যুগে অনেক সদকা-খয়রাত করেছি বা করতাম। আমি কাফের ছিলাম, সদকা খায়রাত করতাম, নেক কাজের চেষ্টা করতাম আমি কি সেইসবের কোন পুণ্য বা প্রতিদান পাব? তিনি (সা.) বলেন, সেই সদকা-খায়রাতই তো তোমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে। সেসকল নেক কর্ম বা সদকা-খায়রাতেরই এটি প্রতিদান যে তুমি আজকে মুসলমান। পুনরায় বৈধকর্ম একটা সীমার ভিতরেই থেকে করা উচিত, এটি নেকী, এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন যে, পুণ্যের আরেকটি মুল হল জাগতিক ভোগ বিলাস বা কামনা বাসনা যা বৈধ এগুলোর ক্ষেত্রেও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। যেমন খাদ্য, পানীয়, পানাহার আল্লাহ্ হারাম করেন নি কিন্তু একই পানার যদি এক ব্যক্তি দিবারাত্রির ব্যস্ততা হয়ে থাকে আর ধর্মের ওপর এটিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ্ তা'লা খাদ্য পানীয় উপভোগ্য করে তুলেছেন এজন্য যে মানুষ যেন শক্তি পায় আর খোদা কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব যেন মানুষ পালন করতে পারে। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে হযরত খলীফা আউয়ালের কাছে কেউ আপত্তি করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পোলাও কেন খান। আপত্তিকারী বলে যে, শুনেছি মির্যা সাহেব পোলাও খান, খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন যে, আমি তো কোথাও পড়িনি, কুরআনেও পড়িনি আর হাদীসেও না যে, ভালো খাবার খাওয়া নবীদের জন্য বৈধ নয়।সেই রীতি আমাদের অনুসরণ করা উচিত যা মহানবী (সা.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।এক সাহাবীকে তিনি (সা.) বলেছিলেন যে, আমি ভালো খাবার খাই, ভালো কাপড়ও পরিধান করি। আমি বিয়েও করেছি, আমার সন্তান-সন্ততিও রয়েছে, আমি ঘুমাইও আর ইবাদতও করি। তাই আমার সুন্নত বা রীতি তোমাদের অনুসরণ করা উচিত।

সরকারের সাথে নেক ব্যবহার আর সাধারণ সম্পর্কের গণ্ডিতে আত্মীয়স্বজনের সাথে সৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নেকী কি, শিক্ষার এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন যে, আমাদের শিক্ষা হল সবার সাথে নেক ব্যবহার কর। সরকারের সত্যিকার অর্থে আনুগত্য করা উচিত। কেননা, তারা নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন, সরকার আর গভণমেন্টের এতায়াত করা উচিত, কেননা সরকার সত্যিকার অর্থে দায়িত্ব পালন করলে নাগরিকদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। প্রাণ এবং সম্পদ তাদের কারণে নিরাপদ। আত্মীয়স্বজনের সাথে নেক ব্যবহার এবং ভালো ব্যবহার করা উচিত, কেননা তাদেরও প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। যে মুত্তাকী নয়, বেদাত এবং শিরকে যে লিপ্ত এবং আমাদের যে বিরোধী তাদের পিছনে নামায পড়া উচিত নয়, নেক ব্যবহার করতে হয় কর কিন্তু নেকী করার অর্থ এই নয় যে, আমাদের বিরোধী যারা বিদতে লিপ্ত তাদের পিছনে নামায পড়া আরম্ভ করবে এমনটি হওয়া উচিত নয়, নামায পড়বে না কিন্তু তাদের সাথে অবশ্য নেক ব্যবহার করা উচিত। সবার ভালো চাওয়া উচিত। সবার হিতাকাঙ্খি হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিষয়ে অবশ্য দূরে থাকতে হবে। পুণ্যের গণ্ডিকে কতটা বিস্তৃত করা উচিত এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন যে, স্মরণ রেখ! সহানুভূতির গণ্ডি আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিস্তৃত, কোন জাতি এবং ব্যক্তিকে এর বাইরে রাখা উচিত নয়। আমি আজকের অজ্ঞদের মত

এটি বলব না যে, তোমরা শুধু মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। না, আমি বলব খোদার পুরো সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হও। যে-ই হোক না কেন, হিন্দু হোক বা মুসলমান বা অন্য কেউ হোক না কেন আমি কখনও এমন লোকদের কথা পছন্দ করি না যারা সহানুভূতিকে শুধু নিজেদের জাতির সাথেই সম্পৃক্ত রাখে। আমি তোমাদেরকে বার বার এ নসিহত করব যে, তোমরা সহানুভূতির গণ্ডিকে সমীবদ্ধ কর না কোনভাবে, সহানুভূতির জন্য সেই শিক্ষা অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। অর্থাৎ "ইন্না....কুরবা" প্রধানত পুণ্যের ক্ষেত্রে আদলকে দৃষ্টিতে রাখ, যারা তোমাদের সাথে পুণ্য করে তার সাথে পুণ্য কর। এরপরের স্তর হল এর চেয়ে বেশি পুণ্য তার প্রতি কর, এটিতে বলা হয় এহসান। এহসান যদিও আদলের চেয়েও উন্নত স্তর এটি অনেক বড় নেকী কিন্তু এহসানকারীও কোন কোন সময় খোঁটাও দিয়ে বসতে পারে, এইসব কিছুর উর্ধ্বে একটা স্টেইজ আছে যে, মানুষের এমনভাবে নেকী করা উচিত যা ব্যক্তিগত ভালোবাসার বসবর্তী হয়ে থাকে তাতে অনুগ্রহ বা এহসান বা খোঁটা দেয়ার কোন সুযোগ নাই। যেভাবে মা সন্তানের সেবা করে থাকে।

এভাবে পুণ্য বা নেকী হওয়া উচিত, সহজাত এবং স্বাভাবিক প্রেরণার পর্যায়ে তা পৌঁছানো উচিত। কোন জিনিস উন্নতি করতে করতে তার পরম মার্গে যখন পৌঁছে তখনই সেই নেকী পুণ্যতা লাভ করে। পুণ্য এমন হওয়া উচিত যেন সব সময় পুণ্যের ধ্যান ধারনাই অন্তরে বিরাজ করে। সহজাত প্রেরণায় মানব জাতির প্রতি সহানুভূতির নাম হল "ইতাইযিল কুরবা" পুণ্যকে ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল যদি তোমরা পুরো নেক হতে চাও পুণ্যকে "ইতাইযিল কুরবা" অর্থাৎ স্বাভাবিক পর্যায় পৌঁছাও। কোন জিনিস উন্নতি করতে করতে এই স্বাভাবিক ন্যাচারাল কেন্দ্রে না পৌঁছে সে পরাকাষ্ঠায় উপনিত হতে পারে না।

স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য বা নেকীকে খুবই ভালোবাসেন, তিনি চান যে, তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হোক। যদি তিনি পাপ পছন্দ করতেন, পাপ করার নসীহত করতেন কিন্তু খোদার পবিত্র মহিমা এর উর্ধ্বে, সুবহানাহু ওয়াতায়ালা শানুহু"। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন নেকী বা পুণ্য যেন খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে যেন আমরা করতে পারি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার যে লক্ষ্য আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা যেন আমরা অর্জনকারী হই।

নামাযের পর আমি কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা জনাব হামীদ মকসুদ আতেফ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহর। প্রফেসর মাসুদ আহমদ আতেফ সাহেবের ছেলে, দ্বিতীয় জানাযা হল আলী সাদী মুসা সাহেবের, তাঞ্জানিয়ার সাবেক আমীর তিনি। তৃতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া নুসরত বেগম সাদেকা সাহেবার। যিনি ইদানিং রাবওয়ায় বসবাস করছিলেন। ১৬ এবং ১৭ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে মারা যান, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

Khulasa Khutba Juma Huzur Anwar (atba) Bangla, 27th oct 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

FROM : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piran Para, 731243, Birbhum, (W.B)